খুলনা থেকে যশোর ট্রেনের সময়সূচী, ট্রেন রুট এবং টিকিট বুকিং

খুলনা ও যশোর দুই বড় শহর। এই দুই শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। রেলপথে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সাধারণত ২ থেকে ২.৩০ ঘন্টা সময় লাগে। এই ব্লগে আমরা **খুলনা থেকে যশোর ট্রেনের সময়সূচী** এবং টিকিট কিভাবে বুক করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা করব।

খুলনা থেকে যশোর ট্রেনের সময়সূচী

- লাল চট্টগ্রাম মেইল: এই ট্রেনটি খুলনা থেকে দৈনিক সকাল ৭:০০ টায় ছেড়ে যশোর স্টেশনে পৌঁছায় সকাল ৮:৪৫ টায়। এটি খুলনা থেকে চট্টগ্রামগামী একটি মেইল ট্রেন।

- সোনাদিয়া এক্সপ্রেস: এই ট্রেনটি রাজশাহীগামী। খুলনা থেকে এটি সকাল ৮:৪৫ টায় ছাড়ে এবং রাজশাহী যাওয়ার পথে যশোরে পৌঁছে সকাল ১০:৩০ টায়।

- চিত্তরঞ্জন এক্সপ্রেস: খুলনা থেকে এই উত্তরগামী ট্রেনটি দৈনিক সকাল ১০:৩০ টায় ছাড়ে এবং বেলা ১২:০০ টায় যশোর স্টেশনে পৌঁছায়।

- উপকূলীয় এক্সপ্রেস: এই দ্রুতগামী ট্রেনটি খুলনা থেকে সন্ধ্যা ৬:৪৫টায় ছাড়ে এবং রাত ৮:১৫টায় যশোর পৌঁছায়।

- বঙ্গবন্ধু শাটল ট্রেন: এই ট্রেনটি দৈনিক খুলনা-রাজশাহী রুটে চলাচল করে। খুলনা থেকে এটি রাত ৮:১৫ টায় ছাড়ে এবং রাত ১০:০০ টায় যশোরে পৌঁছে।

ট্রেন রুট

খুলনা থেকে যশোরগামী ট্রেনগুলোতে মূলতঃ দুটি রুট রয়েছে। এক রুট হল সরাসরি খুলনা-যশোর। এই রুটে সীমিত সংখ্যক লোকাল ট্রেন চলাচল করে। যেমন লাল চট্টগ্রাম মেইল, ধনসিরি এক্সপ্রেস ইত্যাদি।

পাশাপাশি বেশিরভাগ দূরপাল্লার ট্রেন খুলনা থেকে যশোরে যাওয়ার পথে রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা হয়ে যায়। যেমন, সোনাদিয়া এক্সপ্রেস, চিত্তরঞ্জন এক্সপ্রেস, উপকূলীয় এক্সপ্রেস ইত্যাদি।

প্রতিদিন প্রায় ১৫-২০টি ট্রেন খুলনা থেকে যশোর অতিক্রম করে। এগুলোর মধ্যে খুলনা-রাজশাহী, খুলনা-চট্টগ্রাম এবং খুলনা-ঢাকা রুটের অনেকগুলো দূরপাল্লার ট্রেন অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই যাত্রীরা খুলনা থেকে সরাসরি যশোরে যাওয়ার পাশাপাশি রাজশাহী বা চট্টগ্রামগামী ট্রেন ধরেও যশোরে যেতে পারেন।

টিকিট বুকিং পদ্ধতি

খুলনা থেকে যশোর ট্রেনের সময়সূচী অনুযায়ী টিকিট বুকিং করার কয়েকটি উপায় রয়েছে যেগুলি হল:

১. **কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ:**
খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সহজেই সংগ্রহ করা যায়। প্রথমে আপনাকে নির্দিষ্ট ট্রেনের সময়সূচী ও কামরার ধরন নির্বাচন করতে হবে। এরপর ট্রেনের নাম ও দিন উল্লেখ করে টিকিট কাউন্টারে টাকা প্রদান করতে হবে। কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে দেয়া হবে।

২. **অনলাইন টিকিট বুকিং:**
বর্তমানে অনলাইনে বসেই বাড়ি থেকে টিকিট বুক করা যায়। বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য মোবাইল অ্যাপস বা ওয়েবসাইট থেকে টিকিট বুক করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ট্রেনের নাম, যাত্রার দিন, যাত্রীর সংখ্যা ও কামরা নির্বাচন করতে হবে। পরবর্তীতে পেমেন্ট করার ভিত্তিতে ই-টিকিট পাঠানো হবে।

৩. **দোকান ও কাউন্টার সেন্টার:**
শহরের বিভিন্ন এলাকায় রেলওয়ে দোকান বা কাউন্টার সেন্টার থাকে। এখানে গিয়ে আপনি টিকিট বুক করাতে পারেন। তবে এসব সেন্টারের ব্যস্ততার পরিমাণ দেখে কাজ করতে হবে।

উপসংহার

খুলনা থেকে যশোর ট্রেনের সময়সূচী থেকে আমরা দেখতে পাই যে এই দুই শহরের মধ্যে যাতায়াত করার অনেক ট্রেন রয়েছে। তবে টিকিট বুকিং সময়ের সাথে সাথে যাত্রীদের কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। যেমন, মালপত্রের জন্য অগ্রিম ভাড়া প্রদান, বৈধ আইডি প্রুফ, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন (প্রয়োজনে) ইত্যাদি